সোনার খাঁচায়- দিনগুলো

হেনরী গিলবার্ট

সেদিন সকালে বাজারে গিয়ে ছিলাম
সবকিছুই অগ্নি মূল্য,
কোন কিছুতেই হাত দেওয়া যায় না,
আলু তিন ডলার, পিঁয়াজ দুই,
সামান্য পালং শাক, তাও তিন ডলার পঞ্চাশ।
মাছ মাংস তারা সব দশের উপরে
অনেক অনেক উপরে।
বসে বসে ভাবছিলাম,
প্রায় চল্লিশ- পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা--,

সামান্য চাকরি করি
বেতন মাত্র পঞ্চাশ ডলার
ওভার টাইম মিলিয়ে সত্তর।
সুখের সংসার।
দুই ছেলে এক মেয়ে-
সবার বয়স আট থেকে বারো,
সুন্দর জীবন।

বৃহস্পতিবার, বাজার করার দিন
দোকান খোলা থাকে রাত ন'টা পর্য্যন্ত।
অন্য দিন পাঁচটায় সব বন্ধ।
আর শীতের দিনে, পাঁচটায় সব আন্ধকার;
মানে বুঝতেই পারছ, বৃহস্পতিবার,
মানেই বাজার আর সংসার।
সাপ্তাহিক বরাদ্দ দশ ডলার
চাল ডাল নুন তেল
আদা- পিঁয়াজ-রসুন
মাছ মাংস তরি-তরকারি
নানা রকম ফ্রুট।

এত গেল রান্না ঘরের নক্সা,
দশ ডলারের আঁত্ম কাহিনী
বাকি থাকে চার ডলার তিরিশ সেন্ট।
পাঁচ প্যকেটের এক কাটুন বেন্সন হেজেস
আর এক বোতল জনিয়কার রেড লেবেল।
আবাক লাগে শুনতে?

এ দেশটা ছিল আবাক পৃথিবীর।

শনিবার ক্লাবে যাবার দিন
সন্ধেবেলা প্র স্তু ত হয়ে,
পকেটে দু' ডলার নিয়ে
ট্যাক্সি ক'রে গেলাম ক্লাবে
ভাড়া দিলাম পঁয়ত্রিশ সেন্ট।
বিয়ার খাওয়া দরকার,
প'নের সেন্টে একটা স্কুনার।(বড় গ্লাস)
পোকার মেশিন খেলা দরকার, সুরু হ'ল খেলা,
গুড়ম- খটাশ- ঘড়-ঘড়-ঘড়
শাহেব- বিবি- টেক্কা ঘোরে
ঘড়- ঘড়- ঘড়-,ঘড়-ঘড়-ঘড়।
বিশ সেন্টে কিছু হ'ল না
আবার বিশ সেন্ট আর একটা বিয়ার
আবার বিশ, চলছে খেলা-
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঘুরছে চাকা।
শাহেব ঘোরে বিবি ঘোরে
টেক্কা ঘোরে ঝনাত্ ক'রে।

ঝন্ ঝন্ ঝন্ এক দুই তিন
এক সারিতে তিন টেক্কা।
তিন টেক্কার অর্থ হ'ল য্যক্পট

আনন্দে আঁত্মহারা; মেয়ে পুরুষের ভিড় জমে যায়
আমায় ঘিরে, বিয়ার আসে গেলাশ ভোরে।
এগারটায় - খেলা শেষে বেরিয়ে আসি Taxi Stand এ।
ঘরে ফিরে চুপি চুপি শুয়ে পড়ি
ভোরে উঠে হিসাব ক'রি- দু'টা য্যকপট,
মোট লাভ আঠার ডলার পঁচিস সেন্ট।
প্রতি শনিবার এমনটা হয় না,
এমনও হ'য়েছে, যাওয়া আসাই সার।
ভাল লাগ'ত, দিন কাল ছিল আলাদা।

দেশটা ছিল অবাক পৃথিবীর।

প্রথম যে দিন সাগর পাড়ে গেলাম
বন্ডাই বিচের ধারে
অবাক হ'লাম ওদের স্বাস্থ্য দেখে
মনে হ'ল এরা যেন সুর্যের সন্তান,
আনন্দের ফল্গু ধারা যেন।
গ্রামের কথা ছবির ম'ত প'ড়ল ম'নে
কংকাল যেন চামড়া দিয়ে ঢাকা, ছেলে মেয়ের দল
চোখে এল জল।
চোখের জলের দাম দেয় না বড়
এদের কান্তে দেখি নি কভু
বাস্তব বাদি মানুষ,
হাঁস্তে জানে কান্তে জানে না।

দেশটা ছিল অবাক পৃথিবীর।

রাত পোয়াবার আগে
পঞ্চাশ থেকে পাঁচ'শ হ'ল,পাঁচ'শ থেকে হাজার
হাজার হাজার দেশান্তরি, গরম হ'ল বাজার।
ভা'ল মানুষ ম'ন্দ মানুষ এলো দলে দলে
ছবির ম'ত শহর গেলো হারিয়ে রসাতলে।
ব্যাঙ্কনিতে চাটাই ঝোলে পথে নোংরার স্তুপ

বাচ্চা কাঁদে আকাশ ফেড়ে, মা ব’লে চুপ চুপ।
আর এক ধরনের মানুশ এলো, মস্তো তাদের বাড়ী,
চোখ ধাঁধান গাড়ী,
চালায় যখন বেপরোয়া, উত্শৃঙ্খল,অশ্লিল আনাড়ি।
রাজার ভাঁড়ার খালি হ’লো ভোরলো চোরের থলে
চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা, ভাসাও মাভৈ ব’লে।
নতুন মানুষ নতুন পোষাক নতুন রীতিনীতি
ওদের ঘরে ঝাড়লণ্ঠন, নিবলো আমার বাতি।
এদেশে কেউ দেয় না তালা ঘরে
আজকে শুধু তালায় কুলায় না
সিসিটিভি, সিকিউরিটি অ্যলার্ম, ক্যমেরা,আরও ক’তকি।
বদলে গে’ল দেশটা, হ’ল অবাক পৃথিবী।

আজকে আমি বার্ধক্যের শেষ সীমানায় এসে
শেষ নিশ্বাস ছাড়ার আগে এই টুকু যাই ব’লে
ওরে মানুষ- মানুষ হ’বে ক’বে
পশুরা আজ আমার থেকেও ভাল
লোভের জালে জড়িয় নিজে রসাতলে গেলে,
বদলে দিলে পৃথিবীটা অবাক ক’রে দিলে।
অবাক হ’য়ে চেয়ে থাকি অবাক পৃথিবী।

Gilprise66@hormail.com